আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান বেরলভী (রহঃ) পরিচিতি

অধ্যক্ষ হাফেজ এম. এ. জলিল

জন্ম ঃ ১০ই শাবান ১২৭২ হিজরী/ ১৮৫৬ ইং, ইনতিকাল ঃ ২৫শে সফর ১৩৪০ হিজরী / ১৯২১ ইং।

হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর মোজাদ্দেদ, ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান বেরলভী (রহঃ) এমন এক যুগ সন্ধিক্ষণে আবির্ভূত হয়েছিলেন- যখন সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাহায্য সহযোগিতায় ইসলামের বাতিল ফের্কাগুলো আরবে ও আজমে সর্বত্র ইসলামের প্রতিষ্ঠিত আকিদা সমূহের উপর কঠোর আঘাত হানা শুরু করেছিল। আরবের অভিশপ্ত নজদ প্রদেশে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহাব নজদীর অনুসারীরা ওহাবী আন্দোলনের মাধ্যমে মানুষের ঈমান আকিদা বিনষ্ট করছিল। পাক ভারত উপমহাদেশেও ওহাবী আন্দোলনের ঢেউ এসে একের পর এক আঘাত হান্‌তেছিল। ইংরেজদের সহায়তায় তারা বিরাট ধরণের দেওবন্দ ওহাবী মাদ্রাসা তৈরী করে ওহাবী মতবাদ প্রচারে লিপ্ত হয়েছিল। তাকভিয়াতুল ঈমান, তাহজিরুন্নাছ, ফতোয়ায়ে রশিদিয়া, বারাহীনে কাতেয়া, হেফজুল ঈমান ও বেহেস্তী জেওর- প্রভতি ঈমান বিধ্বংসী ওহাবী মতবাদী কিতাবসমূহ লিখে বিদেশী অর্থানুকুল্যে ছেপে ঘরে ঘরে পৌঁছিয়ে দেয়া হয়েছিল। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মান মর্যাদার উপর এসব কিতাব দ্বারা জঘন্য আক্রমন পরিচালনা করা হচ্ছিল। উদাহরণ স্বরূপ ঃ এসব কিতাবে লিখা ছিল ঃ- আল্লাহ মিথ্যা কথা বলতে পারেন (ইমকানে কিজ্‌ব), আল্লাহ ইচ্ছা করলে আমাদের নবীজীর মত হাজারো মোহাম্মদ সৃষ্টি করতে পারেন, নবীজীর মর্যাদা চামারের চেয়েও নিকৃষ্ট, নবীজীর এলেমের চাইতে শয়তানের এলেম অধিক, নবী মরে পঁচে গলে মাটি হয়ে গেছেন, নবীজীর মর্যাদা বড় ভাইয়ের তুল্য; খাতামুন্নাবিয়ীন অর্থ শেষ নবী নহে, নবীজীর অদৃশ্য বিষয়ের এলেমের মত এমন এলেম চতুষ্পদ জন্তুরও আছে, মিলাদ ও কেয়াম কৃষ্ণলীলার গান, নামাজে নবীজীর খেয়াল আসার চেয়ে অপকর্মের খেয়াল আসা অধিক ভাল-ইত্যাদি বেদ্বীনি আকিদা সমূহ। উপরে উল্লেখিত কিতাব সমূহে এসব জঘণ্য উক্তি লিখে প্রচার করা হচ্ছিল। এমনি এক ঘনঘোর অমানিশা যখন উপমহাদেশকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল, সে সময়ে আল্লাহর রহমত স্বরূপ ভারতের বাঁশ বেরেলীতে

জন্ম গ্রহণ করেন হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহঃ)। ১২৭২ হিজরীতে ১০ই শওয়াল তারিখ মোতাবেক ১৪ই জুন ১৮৫৬ ইসায়ী সালে ইমাম আহমদ রেযা খান বেরেলভী (রহঃ) বেরেলীর এক খান্দানী ঐতিহ্যবাহী পাঠান পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন।

শিক্ষা ঃ মাত্র তের বৎসর দশ মাস চার দিনে তিনি হিফজ, কোরআন, হাদীস, তাফসীর, আরবী সাহিত্য সহ সমস্ত আকলী ও নকলী এলেম শিক্ষা সমাপ্ত করেন। ঐদিনেই তিনি আপন পিতা আল্লামা নকী আলী খান (রহঃ)-এর তত্ত্বাবধানে প্রথম ফতোয়া লিখে মুফ্‌তী পদে সমাসীন হন। মজার ব্যাপার- ঐদিনেই তাঁর উপর নামায ফরয হয়। এই পদে একাধারে ৫৫ বৎসর দায়িত্ব পালন করে ১৩৪০ হিজরীতে ৬৮ বৎসর সয়সে তিনি ইনতিকাল করেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি বিভিন্ন ওস্তাদ ও নিজ প্রতিভার মাধ্যমে ৫৫ প্রকার বিদ্যা বা জ্ঞানের শাখায় ভুৎপত্তি লাভ করেন। জ্ঞানের এতগুলো শাখায় বিচরণ করা একথাই প্রমাণ করে যে, তিনি ছিলেন যুগের দ্বিতীয় ইমাম আবু হানিফা। আল্লামা ইকবাল (রহঃ) তাঁকে এই উপাধীতেই স্মরণ করতেন। দীর্ঘ ৫৫ বৎসর পর্যন্ত তিনি যেসব ফতোয় প্রদান করেছেন- সেগুলোর সম্মিলিত নাম রাখা হয়েছে ফতোয়ায়ে রিজভীয়া-যা ১২ খন্ডে বিরাট ভলিউমে ছাপা হয়েছে। এর বর্তমান হাদীয়া ৪২০০/- (চার হাজার দুইশত টাকা)। এই দীর্ঘ অর্ধ শতাব্দী ব্যাপী সময়ে আ'লা হযরত জ্ঞানের ৫৫টি শাখায় প্রায় ১৫০০ কিতাব রচনা করেছেন। আ'লা হযরতের জীবনী গবেষক ডঃ মাসঊদ আহমদ বলেন, শুধু হাদীসের ব্যাখ্যা গ্রন্থ বা টীকা গ্রন্থের সংখ্যাই ৪৬টি। পবিত্র কালাম মজিদের যে অনুবাদ তিনি রচনা করেছেন- তা অতুলনীয় ও নির্ভূল। এমনকি- গতিশীল বিজ্ঞানও আ'লা হযরতের অনুবাদের ভুল প্রমাণ করতে পারেনি। তিনি সরাসরি প্রামান্য তফসীর থেকে তাঁর অনুবাদের উপাদান সংগ্রহ করেছেন- যা অন্যান্য অনুবাদে প্রায়শঃই অনুপস্থিত। তাই তিনি অনুবাদের নাম রেখেছেন "কানযুল ইমান" বা ঈমানের খনি। কোরআন মজিদের আকায়েদ সংক্রান্ত আয়াত সমূহের সঠিক অনুবাদ একমাত্র কানযুল ঈমানেই পাওয়া যায়। অন্যত্র তা খুবই বিরল। এজন্যই সৌদী সরকার কানযুল ঈমানের বড় শত্রু।

কেননা, এতে তাদের কৃত অনুবাদের ও আকায়েদের অসারতা ধরা পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কানযুল ঈমানের বাংলা অনুবাদ বের হয়েছে চট্টগ্রাম থেকে স্নেহভাজন মাওলানা আবদুল মান্নান কর্তৃক।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় আ'লা হযরতের অবদান

জ্ঞান তাপস আ'লা হযরত (রহঃ) বিভিন্ন ওস্তাদ বা আপন প্রকৃতিগত প্রতিভার মাধ্যমে যেসব বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন তার সংখ্যা ৫৫টি। তিনি নিজেই এসব বিদ্যার একটি তালিকা তৈরী করে ১৩২৪ হিজরীতে মক্কা শরীফের মুফতী খলিল মককী (রহঃ)-এর কাছে পেশ করেছিলেন এবং এগুলোর এযাযত বা অনুমতি সনদও লাভ করেছিলেন। যারা হাকিমুল উম্মত-হাকিমুল উম্মত বলতে বলতে অজ্ঞান হয়ে যায় এবং ৯০০ কিতাবের রচয়িতা বলে তাকে সমাজে বিরাটভাবে তুলে ধরতে চায়, তাদের জানার জন্যই আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহঃ)-এর জ্ঞান শাখার সংখ্যা ও তাঁর প্রনীত গ্রন্থের কিছু পরিচয় তুলে ধরা একান্ত আবশ্যক বলে মনে করি।

আ'লা হযরতের অর্জিত বিদ্যার সংখ্যা ও তালিকা ঃ

(১) ইলমুল কোরআন
(২) ইলমুল হাদীস
(৩) ইলমে তাফসীর
(৪) ইলমে উসুলে হাদীস
(৫) ইলমে আসমাউর রিজাল (হাদিস বর্ণনাকারীদের জীবনী)
(৬) ইলমে ফিক্‌হ
(৭) ইলমে উসুলে ফিক্‌হ
(৮) ইলমে আকাঈদ ওয়াল কালাম (দর্শন)
(৯) ইলমে ফারায়েজ
(১০) ইলমে নাহু
(১১) ইলমে সরফ
(১২) ইলমে মা'আনী
(১৩) ইলমে বয়ান
(১৪) ইলমে বদী'
(১৫) ইলমে আরুজ
(১৬) ইলমে মোনাযারা
(১৭) ইলমে মানতিক
(১৮) ইলমুল আদব (সর্ব বিষয়ের সাহিত্য)
(১৯) ইলমে ফিক্‌হে হানাফী
(২০) ইলমে জদল মহাযযব
(২১) ইলমে ফালছাফা
(২২) ইলমে হিসাব (গণিত)

(২৩) ইলমে হাইয়াত (জ্যোতির্বিদ্যা)
(২৪) ইলমে হিন্দাসা (জ্যামিতি)
(২৫) ইলমে ক্বেরাত
(২৬) ইলমে তাজবিদ
(২৭) ইলমে তাসাউফ (সুফীতত্ত্ব)
(২৮) ইলমে সুলুক (তরিকত জগতে ভ্রমণ)
(২৯) ইলমে আখলাক
(৩০) ইলমে সিয়ার
(৩১) ইলমে তারিখ (ইতিহাস)
(৩২) ইলমুল লুগাত (অভিধান)
(৩৩) এ্যারিস মাতী ক্বী
(৩৪) যবর ও মোকাবালাহ্
(৩৫) হিসাবে সিত্তানী
(৩৬) লগারিথম (Logaritham)
(৩৭) ইলমে তাওকীত (সময় নির্দ্ধারণ বিদ্যা)
(৩৮) মুনাযারা ও মারায়াহ্
(৩৯) ইলমুল আকর
(৪০) যীজাত
(৪১) মুছাল্লাছে কুরভী
(৪২) মুছাল্লাছে মোসাত্তাহ্
(৪৩) হাইয়াতে জাদীদা
(৪৪) মুরাব্বাআত
(৪৫) ইলমে জফর
(৪৬) ইলমে যায়েরজাহ্
(৪৭) আরবী পদ্য
(৪৮) ফার্সী পদ্য
(৪৯) হিন্দী পদ্য
(৫০) আরবী গদ্য
(৫১) ফার্সী গদ্য
(৫২) হিন্দী গদ্য
(৫৩) কেতাবাত বা লিখন পদ্ধতি
(৫৪) খত্তে নাস্‌তালীক পদ্ধতির লিখন (ক্যালিগ্রাফী)
(৫৫) তাজবীদসহ ক্বেরাত

আ'লা হযরতের মূল্যায়ণ ঃ

উপরোক্ত ৫৫টি বিদ্যায় আ'লা হযরতের পান্ডিত্যের ব্যাপারে একটি ঘটনা উল্লেখ করার মত। ১৩২৯ হিজরী মোতাবেক ১৯১১ ইসায়ী সালে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভাইস চ্যান্সেলার ডঃ যিয়াউদ্দীন সাহেব রামপুর (ইউপি) হতে প্রকাশিত দবদবা-ই-সিকান্দরী নামক পত্রিকায় চতুর্ভূজ সংক্রান্ত একটি প্রশ্ন প্রচার করেন। আ'লা হযরত সাথে সাথে উক্ত প্রশ্নের সমাধান দিয়ে অন্য একটি

চতুর্ভূজ সংক্রান্ত প্রশ্ন তাঁর উদ্দেশ্যে ছুড়ে মারেন। স্যার যিয়াউদ্দীন এতে হতবাক হয়ে যান- একজন আরবী জানা আলেম কি করে এই বিদ্যা অর্জন করলেন? এই ঘটনায় স্যার যিয়াউদ্দীন আ'লা হযরতের ভক্ত হয়ে পড়েন।

আর একটি ঘটনা। গণিত সংক্রান্ত একটি বিষয়ের সমাধানের জন্য স্যার যিয়াউদ্দীন বড় পেরেশান হয়ে পড়েন। তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের অংকের প্রফেসর বিশ্ববিখ্যাত অংকবিদ যাদবকে (সিরাজগঞ্জ) এ ব্যাপারে সমাধান দিতে বললে যাদব অপারগতা প্রকাশ করেন। অতঃপর প্রফেসার সুলাইমান আশরাফের অনুরোধে তিনি বেরেলী শরীফ আগমন করে অংকটি আ'লা হযরতের দরবারে পেশ করেন। আ'লা হযরত নিমিষের মধ্যে উক্ত অংকের সমাধান পেশ করে দেন। এতে স্যার যিয়াউদ্দীন বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়েন এবং এক সময় মন্তব্য করেন- "মনে হয় আ'লা হযরত এই বিষয়ে পূর্বেই গবেষণা করে সমাধান তৈরী করে রেখেছিলেন। বর্তমানে ভারত বর্ষে এটা জানার মত লোক নেই"।

আ'লা হযরতের "হাদায়েকে বখশীষ" নামক কাব্যগন্থ ও ফতোয়ায়ে রেজভীয়া পড়ে আল্লামা ইকবাল মন্তব্য করেন- "ইনি যুগের ইমাম আবু হানিফা" (হায়াতে ইমামে আহলে সুন্নাত-ডঃ মাসউদ আহমদ)।

জামাতে ইসলামীর তৎকালীন নায়েবে আমীর আল্লামা কাউছার নিয়াজী বলেন, "আমি মনে করেছিলাম- ইসলামের কোন ইলম সম্পর্কে জানা আমার বাকী নেই। কিন্তু আ'লা হযরতের ফতোয়ায়ে রেজভীয়া পড়ে মনে হলো- আমি ইসলামী জ্ঞান সাগরের পাড়ে দাঁড়িয়ে আছি"। (আ'লা হযরত কনফারেন্স করাচী- কাউছার নিয়াজীর পঠিত প্রবন্ধ)।

বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রধান মোহাদ্দেছ ইদ্রিস কান্দুলভী আ'লা হযরতের বিখ্যাত নাতিয়া কালাম- "মোস্তফা জানে রহমত পে লাখো ছালাম" আদ্যোপান্ত পাঠ করে ভাবাবেগে বলে উঠেন- "হাশরের দিনে ইমাম আহমদ রেযা (রহঃ) অতুলণীয় এই একটি অনুপম কসিদার কারণেই নাজাত পেয়ে যেতে পারেন" (আ'লা হযরত কনফারেন্স করাচী- কাউছার নিয়াজীর জবানী)।

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহঃ)-এর কতিপয় গ্রন্থ পর্যালোচনা ঃ

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহঃ) দেড় হাজার কিতাব রচনা করে অতীতের অনেক রেকর্ড ভঙ্গ করেছেন। এক একটি কিতাবের পরিধিও ছিল উল্লেখযোগ্য। ফতোয়ায়ে রেজভীয়া ও কানযুল ঈমান গ্রন্থদ্বয়ই তার

প্রমাণ। জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় আ'লা হযরতের রচিত কিতাব সমূহের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি বহুল পরিচিত ও আলোচিত।

১। ফতোয়ায়ে রেজভীয়া ঃ ১২৮৬ হিজরী থেকে ১৩৪০ হিজরী পর্যন্ত লিখিত বিভিন্ন বিষয়ের ফতোয়ার সমষ্টি। ১২ ভলিউমে সমাপ্ত। হাদিয়া ৪২০০/- টাকা। ফিক্‌হী মাছায়েলের এমন কোন শাখা নেই- যা ফতোয়ায়ে রিজভীয়াতে বর্ণিত হয়নি। এক একটি মাসআলার উত্তরে তিনি নির্ভরযোগ্য ফিকাহর অসংখ্য দলীল ও রেফারেন্স উল্লেখ করে প্রশ্নকৃত মসআলার উত্তর দিয়েছেন। যে কোন দক্ষ আলেম ও মুফতী ফতোয়ায়ে বেজভীয়া পাঠ করলে দলীলের সমাহার দেখে তাঁকে স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয়। অতি সূক্ষ্ম ও চুলচেরা বিশ্লেষণ সহকারে তিনি প্রশ্নসমূহের উত্তর দিতেন। ফতোয়ায়ে রশিদিয়া, বেহেস্তী জেওর নিয়ে বিরুদ্ধবাদীরা গৌরব করে। অথচ এগুলোতে শুধু সংক্ষেপেই উত্তর দেয়া আছে। দলীল খুব কমই দেখা যায়। চোখ বুঝে ভক্তরা বিশ্বাস করে নেন। কিন্তু আ'লা হযরতের প্রত্যেকটি ফতোয়ায় অসংখ্য দলীল আদিল্লা দ্বারা মস্‌আলাটি পরিষ্কার ও বোধগম্য করে তোলা হয়েছে। এখানেই আ'লা হযরতের নিরপেক্ষতার প্রমাণ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

২। কানযুল ঈমান ঃ কোরআন মজিদের প্রামানিক ও তাফসীর ভিত্তিক উর্দ্দু অনুবাদ। আ'লা হযরত বিষয় ভিত্তিক আয়াত সমূহের একটি পৃথক তালিকাও উক্ত অনুবাদে সংযুক্ত করেছেন, যাতে যে কোন বিষয়ে একজন জ্ঞানী ও গবেষক পাঠক অতি সহজে একাধিক আয়াতের সন্ধান করে নিতে পারেন। বর্তমানে কান্‌যুল ঈমান ও পার্শ্ব টীকা খাযায়েনুল ইরফানের বাংলা অনুবাদ করেছেন স্নেহ ভাজন মাওলানা আবদুল মান্নান চট্টগ্রামী। কান্‌যুল ঈমানের অনুবাদ অন্যান্য ১২ জন লেখকের ১২টি অনুবাদের সাথে তুলনা করে দেখানো হয়েছে যে, আ'লা হযরতের অনুবাদটিই সর্বোত্তম এবং ইসলামী আকিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। (ইমাম আহমদ রেজা আওর উর্দ্দু তারাজাম কোরআনকা তাকাবুলী যায়েজাহ্‌)।

৩। আদ্‌দৌলাতুল মক্কিয়া বিল মা'দ্দাতিল গায়বিয়া ঃ এই গ্রন্থটি আরবীতে রচিত। মাত্র আট ঘন্টা সময়ের মধ্যে আ'লা হযরত আরবের মক্কা শরীফের জেলখানায় বসে উক্ত গ্রন্থখানা রচনা করেছেন। মক্কার গভর্ণর শরীফ গালিবের নির্দেশে আ'লা হযরত (রহঃ) নবী করিম (দঃ) -এর অদৃশ্য বিষয়ক এলম বা ইল্‌মে গায়েব-এর উপর দেড়শত পৃষ্ঠার উক্ত কিতাব খানা লিখে ফেলেন। গভর্ণর পান্ডুলিপি দেখে হুযুর (দঃ) এর ইলমে গায়েবের দলীলাদি দেখে স্তম্ভিত হয়ে

যান। তিনি এই কিতাব রচনায় কোন রেফারেন্স গ্রন্থের সাহায্য নেয়ার সুযোগই পাননি। শরীফ তাঁর কুতুব খানায় সংরক্ষিত একটি হস্তলিখিত কিতাবের সাথে মিলিয়ে দেখেন- উক্ত গ্রন্থের হুবহু দলীল ও উদ্ধৃতি সমূহ আদ্‌দৌলতে মক্কিয়ায় বিদ্যমান। এতে তিনি বুঝতে পারলেন- আ'লা হযরতেরও কাশ্‌ফ আছে। উক্ত মূল্যবান গ্রন্থখানাও বাংলায় অনূদিত হয়েছে। উক্ত গ্রন্থের পান্ডুলিপি দেখে হারামাঈন শরীফাইনের বহু আলেম ও মুফতীগণ আ'লা হযরতের হাতে বয়আত হয়ে যান।

৪। হুসসামুল হারামাঈন ঃ এই গ্রন্থখানা আ'লা হযরত "আল মো'তামাদ ওয়াল মোস্তানাদ" নামে আরবীতে রচনা করেন। এতে হিন্দুস্থানের ৫ জন আকাবিরীনে দেওবন্দ ওলামার কিতাব সমূহের বিভিন্ন উর্দু উদ্ধৃতি উল্লেখ করে নীচে এগুলোর আরবী অনুবাদ করে ১৩২৪ হিজরীতে মক্কা মোয়াজ্জমা ও মদিনা মোনাওয়ারার ৩৩ জন মুফতীর খেদমতে পেশ করে তাঁদের মতামত চান। উক্ত ৫ জন দেওবন্দী ওলামাদের গ্রন্থসমূহে মন্তব্য ছিল নিম্নরূপ ঃ (১) আল্লাহ্ মিথ্যা বলতে পারেন, (২) নবী করিম (দঃ) মরে পঁচে গলে মাটির সাথে মিশে গেছেন, (৩) নবীজীর এলেমের চেয়ে শয়তানের এলেম বেশী ছিল, (৪) নবীজীর ইলমে গায়েবের মত এমন্ ইলমে গায়ের চতুষ্পদ জন্তুরও আছে, (৫) মূর্খরা বলে থাকে খাঁতাবুন্নাবীয়ীন- অর্থ শেষ নবী, কিন্তু খাতাবুন্নাবীয়ীন-এর প্রকৃত অর্থ শেষ নবী নয় বরং মূল নবী। তাঁর পরে এক হাজার নবীর আগমন হলেও "খাতাবুন্নবীয়ীন বা মূল নবী হওয়ার ব্যাপারে কোন ব্যাত্যয় হবে না"।

হারামাঈন শরিফাঈনের ৩৩জন মুফতী উক্ত এবারত সমূহ পর্যালোচনা করে ঐগুলোর লেখকগণকে সরাসরি কাফের ঘোষণা করেন। তাঁদের উক্ত ফতোয়ার নাম হয় "হুসসামুল হারামাঈন" বা মক্কা-মদিনার তীক্ষ্ণ তরবারী। এটা বাতিল পন্থীদের বিরুদ্ধে আ'লা হযরতের অবিস্মরণীয় অমর কীর্তি। হুসসামুল হারামাঈন-এর বঙ্গানুবাদ করেছেন হাফেজ মাওলানা আবদুল করিম নঈমী (মুলফতগঞ্জ) এবং সম্পাদনা করেছেন স্নেহ ভাজন মাওলানা আব্দুল মান্নান।

৫। আল্ কাওকাবাতুশ শিহাবীয়া ফি রদ্দে আবিল ওয়াহাবিয়া ঃ ইসমাঈল দেহ্‌লভীর রচিত ৭০টি কুফরী ও বাতিল আকিদা সম্পন্ন কিতাব "তাকভীয়াতুল ঈমান" -এর খন্ডনে লেখা হয়েছে উক্ত গ্রন্থ। সংক্ষেপে ওহাবী আকিদা জান্‌তে হলে উক্তগ্রন্থ পাঠ করা উচিত। ওহাবী সম্প্রদায়ের প্রতিটি বাতিল আকিদার বিরুদ্ধে আ'লা হযরত একাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন।

আ'লা হযরতের গ্রন্থ সমূহ পর্যালোচনা করার জন্য স্বতন্ত্র গ্রন্থের প্রয়োজন। ফতোয়ায়ে আফ্রিকা, আহকামে শরীয়ত, হেদায়াতুল গবী ফি ইসলামে আবাওয়াইন নবী, মাদারেজে তাবাকাতুল হাদীস, কাব্যগ্রন্থ হাদায়েকে বখ্‌শিস ইত্যাদি গ্রন্থ খুবই মশহুর ও পৃথিবীময় প্রচলিত।

আ'লা হযরত (রহঃ) চতুর্দশ হিজরী শতাব্দীর মোজাদ্দেদ ও সুন্নী আকিদার ইমাম।

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহঃ) ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে অর্থাৎ ১২৮৬হিজরী সাল হতে তাঁর তাজদিদী কার্যক্রম শুরু করেন এবং চতুর্দশ হিজরী শতাব্দীর প্রথম দশকে দাঁর তাজদিদী কার্যক্রম জনসমক্ষে প্রকাশ পেতে থাকে। একজন মুজাদ্দিদ হওয়ার জন্য তাঁর এলেমের প্রাধান্য বিস্তার, এক শতাব্দীর শেষ ও পরবর্তী শতাব্দীর প্রথম ভাগে সংস্কার কার্যক্রম প্রকাশ এবং এর প্রতি জনগণের স্বীকৃতি প্রধান শর্ত। আ'লা হযরতের মধ্যে এই উভয়বিদ শর্তই বিদ্যমান ছিল বলে সে যুগের আরব ও আজমের মশহুর ওলামায়ে কেরাম ও মাশায়েখীনে ইজাম তাঁর মোজাদ্দেদ হওয়ার স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। বরিশাল জেলার নেছারাবাদের মাওলানা আজিজুর রহমান নেছারাবাদী (কায়েদ সাহেব) তাঁর মুজাদ্দিদ গ্রন্থে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহঃ) কে চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ বলে স্বীকার করেছেন। তিনি তৎসঙ্গে প্রতি শতাব্দীর একজন করে মোট ১৩ জন মুজাদ্দিদের তালিকাও উক্ত গ্রন্থে পেশ করেছেন। সুন্নী জগতের ওলামাগণ বিনা ইখতিলাফে আ'লা হযরতকে চতুর্দশ শতাব্দীর সুন্নী মুজাদ্দিদ বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। আ'লা হযরতের সংস্কার কার্য্যক্রমের প্রধান দিক ছিল আকায়েদ সংশোধন করা। ওহাবী খারেজী নজদী সম্প্রদায় আরব আজমসহ সর্বত্র বাতিল আকিদা সৃষ্টি করে মুসলমানদেরকে বিভ্রান্তির অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করেছিল। তৎকালে তারা ইংরেজদের মদদে নিত্য নূতন বাতিল আকিদার কিতাব রচনা করে ব্যাপকভাবে প্রচার করতে লাগলো। ফলে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হলো। ওহাবী, কাদিয়ানী, বাহায়ী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হলো। মুসলমান সমাজ শতধা বিভক্ত হয়ে পড়লো। একদিকে সনাতন মূল ইসলামী আকিদায় বিশ্বাসী সুন্নী মুসলমান, অন্যদিকে নব্য সৃষ্ট ওহাবী খারেজী কাদিয়ানী বাহায়ী ফের্কার নূতন সম্প্রদায় সমূহ আকিদাগত দ্বন্ধে লিপ্ত হয়ে পড়লো। এই দ্বন্দ্বের সুযোগ নিয়ে ইংরেজরা আরবে ও ভারতে তাদের প্রভূত্ব. বিস্তার করলো। ওহাবীরা কিতাবুত তাওহীদ, তাকভীয়াতুল ঈমান, তাহজিরুন্নাছ, সিরাতে মোস্তাকিম, ফতোয়ায়ে

রশিদিয়া, বারাহীনে কাতেয়া, বেহেস্তী জেওর, হেফজুল ঈমান, ইসলাহে রুছুম- প্রভৃতি বাতিল আকিদা সম্পন্ন কিতাব লিখে মুসলমানী অনেক আকিদা ও ক্রিয়াকর্মকে শিরক ও বিদআত বলে প্রচার করতে লাগলো। তারা ঘোষণা করলোঃ "যারা রাছুলকে হায়াতুন্নবী মানবে, ইয়া রাসুলাল্লাহ বলে সম্বোধন করবে, মিলাদ কিয়াম করবে, রাছুলের শাফায়াত মানবে, রাসুলের ইলমে গায়ব মানবে, রাছুলকে হাজের নাজের বলে বিশ্বাস করবে, নামাজে রাসুলকে ছালাম করার সময় রাছুলের খেয়াল করবে, যারা "খাতাবুন্নবীয়ীন" শব্দের অর্থ করবে শেষ নবী বলে, যারা আজানের দোয়ায় হাত তুলবে, যারা নবী বখ্‌শ, গোলাম কাদের, গোলাম জিলানী, গোলাম আলী ইত্যাদি নাম রাখবে- তারা গোমরাহ, বেদয়াতী ও মুশরিক"। এভাবে ওহাবীরা ভারতের সর্বত্র শিরক-বিদআতের বাজার বসিয়ে সুন্নী মুসলমানকে মুশরিক ও বিদআতী বলে আখ্যায়িত করতে লাগলো। ফলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামার সুত্রপাত হলো। এই সুযোগে ইংরেজরা হিন্দুদের সহায়তায় মুসলমানদেরকে নাস্ত নাবুদ করে ছাড়লো। উপরে উল্লেখিত ওহাবী কিতাব সমূহে শিরক বিদআতের উপরোক্ত ঘোষণাগুলো লিপিবদ্ধ আছে এবং এখনো খারেজী মাদ্রাসায় এগুলোর বিশেষ প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে থাকে।

ভারতীয় মুসলমানদের এই ঘোর দুর্দিনে যিনি কলম তরবারীর মাধ্যমে বাতিল পন্থীদের উক্ত বে-দ্বীনি লেখনীর মোকাবেলা করে এগুলোকে কচুকাটা করেন, সরল ও ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণকে রক্ষা করেন এবং শিরক ও বিদ্‌আত ফতোয়াবাজীর দাঁত ভাঙ্গা জবাব প্রদান করে ইসলামী আকায়েদকে স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত করেন- তিনিই হচ্ছেন হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দেদ ও ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান বেরলভী (রহঃ)। তাঁর আকায়েদ গ্রন্থগুলো পাঠ করেই আজ আমরা নতুন উদ্যমে বাতিলের মোকাবেলায় সামনে এগিয়ে চলেছি। এদেশে তৈরী হচ্ছে সুন্নী আদর্শের নূতন কাফেলা- আ'লা হযরতের আদর্শের সৈনিক। আ'লা হযরত (রহঃ) আমাদের ইমান ও আকায়েদ রক্ষাকারী, বাতিল আকিদা হতে মুক্তিদাতা। তিনি জীবদ্দশায়ই তাঁর আদর্শ সৈনিক তৈরী করে গিয়েছেন। সদরুল আফাজেল মওলানা নাঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী, মোহাদ্দেছে আজম হিন্দ হযরত মোস্তফা রেজা খান, হামেদ রেজা খান, সদরুস শরীয়ত হযরত মাওলানা আমজাদ আলী প্রমুখ শাগরিদ মনিষিগণের প্রত্যেকেই ছিলেন যুগের ওহাবী-শিকারী বাজপাখী এবং কলম সম্রাট। সদরুল আফাজেলের আতইয়াবুল বয়ান, তাফসীরে খাজায়েনুল ইরফান,

মাওলানা আমজাদ আলীর বাহারে শরীয়ত, মাওলানা হাশমত আলীর ইসলাহে বেহেস্তী জেওর- প্রভৃতি ওহাবী কেল্লায় এক একটি এটম বোমা স্বরূপ। আ'লা হযরত (রহঃ) আধ্যাত্মিক জগতের এক কামেল মহাপুরুষ ছিলেন। ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, আরব, আফ্রিকা, ইউরোপ ও আমেরিকার সর্বত্র ছড়িয়ে আছে তাঁর অসংখ্য মুরীদ ও ভক্ত। জববলপুর, বোম্বাই ও মাদ্রাজে তাঁর মুরীদের সংখ্যা সর্বাধিক।

অর্ধশতাব্দী ব্যাপী কলমযুদ্ধ চালিয়ে বাতিলের কিল্লায় মারাত্মক আঘাত হেনে এবং দ্বীন ও সুন্নীয়তের মশাল জ্বালিয়ে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহঃ) ২৫শে সফর ১৩৪০ হিজরী মোতাবেক ১৯২১ খৃষ্টাব্দে ৬৮ বৎসর বয়সে পরপারে মাওলায়ে হাকিকী ও মাহবুবে এলাহী প্রেমাস্পদের সান্নিধ্যে গমণ করেন। প্রতি বৎসর বেরেলী শরীফে তাঁর ওফাত দিবসে অগণিত ভক্তগণের উপস্থিতিতে উরছে আ'লা হযরত পালিত হয়। আল্লাহ তা'লা আ'লা হযরত (রহঃ) কে জান্নাতুল ফেরদৌস নসীব করুন।

শিশুকালে আ'লা হযরতের জ্ঞানের বিকাশ

ইমাম আহমদ রেযা খান (রহঃ) মক্তবে ওস্তাদের নিকট আরবী বর্ণমালা শিক্ষাকালে ওস্তাদ যখন লাম-আলিফ বললেন, তখন শিশু আ'লা হযরত জিজ্ঞাস করলেনঃ ওস্তাদজী! একবার তো আলিফ পড়েছি এবং লামও পড়েছি, পুনরায় যুক্ত 'লাম-আলিফ' পড়বো কেন? ওস্তাদ ও উপস্থিত সকল ওলামাগণ আ'লা হযরতের জ্ঞান গর্ভ প্রশ্ন শুনে হতবাক হয়ে যান। অবশ্য তাঁর পিতা নকী আলী খাঁন (রহঃ) বললেনঃ আরবী হরফের দ্বারা 'আলিফ' লিখতে মধ্যখানে লামের দরকার হয় এবং 'লাম' লিখতেও মধ্যখানে আলিফের প্রয়োজন হয়। আলিফ ও লামের মধ্যে এই সখ্যতা ও নির্ভরতার কারণেই একত্রে লাম-আলিফ যুক্তাক্ষরে লেখা হয়েছে।